সনদ আইন–1813 (Charter Act–1813)

ভূমিকা (Introduction)

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজনৈতিক শূন্যতা, অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার ফলে জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙন দেখা দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ভারত পিছিয়ে পড়ে। পলাশির যুদ্ধে (1757 খ্রিস্টাব্দ) জয়লাভ ও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের (1765 খ্রিস্টাব্দ) ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির কর্মচারীরা হঠাৎ এদেশে শাসনের সুযোগ লাভ করে। ক্ষমতা দখলের পর কোম্পানির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল নবজাত সাম্রাজ্যটিকে রক্ষা করা। নবলব্ধ সাম্রাজ্যকে স্থায়ীভাবে রক্ষা ও সুদক্ষ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানির কর্মকর্তারা হিন্দু, মুসলমানের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা চিন্তা করেন, কিন্তু এদেশের মানুষের শিক্ষা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা কেবলমাত্র এদেশের সম্পদ নির্লজ্জভাবে লুঠ করতে অগ্রসর হয়। 1811 খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল Lord Minto আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, যদি সরকার শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় না-করে তাহলে ভারতের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পাবে। কোম্পানির শিক্ষা সম্পর্কে ঔদাসিন্য ইংল্যান্ডে এবং ভারতে আগত খ্রিস্টান ধর্মযাজকের দ্বারা কঠোরভাবে নিন্দিত হতে থাকে। কোম্পানির সনদ প্রতি 20 বছর অন্তর নতুন করে নেওয়ার নিয়ম ছিল। সে অনুসারে 1813 খ্রিস্টাব্দে সনদ আইন আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

সনদ আইন (Charter Act)

1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন ছিল ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ভারতবর্ষ থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ অপসারিত হল, ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনো শক্তি রইল না, ঠিক সেই সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয় এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্ব গ্রহণ করে। এমনই এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কোম্পানির চার্টার অ্যাক্টের বা সনদ আইনের পুনরায় নবীকরণের জন্য পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হল 1813 সালে।

সনদের বিষয়বস্তু আলোচনার সময় প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী দু-দলেরই মতামত গৃহীত হল। পাশ্চাত্যবাদী ও মিশনারিদের দাবি ছিল ভারতে অবাধ ধর্ম প্রচারের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা আদায় করা, অপরপক্ষে কোম্পানির প্রাচ্যবাদী লোকেরা চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষিত নাগরিকদের সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বিধান, ফলে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে উভয় পক্ষকে খুশি করার উদ্দেশ্যে সনদ আইনের 43নং ধারায় বলা হয়—"সাহিত্যের পুনরুজীবন ও

Scanned with CamScanner

উন্নয়ন এবং ভারতে দেশীয় শিক্ষিতদের মনে প্রেরণা সঞ্চার এমনকি ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করাই হবে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের আইন সম্মত কাজ।" ওপরের আলোচনা থেকে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনকে সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি সুনির্দিষ্ট ধারার সমষ্টি বলা যায়। নিম্নে এই ধারাগুলি প্রদত্ত হল:

(1) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল পুনরায় পরবর্তী 20 বছর অর্থাৎ 1833 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত হল।

(2) ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে প্রতি বছর 1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে।

(3) ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হল খ্রিস্টান মিশনারিদের 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে।

সনদ আইনের গুরুত্ব (Importance of Charter Act)

1813 খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এই সনদ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয় এবং ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা দিতে শুরু করল। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের প্রস্তাব আজও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

(i) 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে গ্রান্টের প্রস্তাব আংশিকভাবে মেনে নেওয়ার ফলে মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতাও দেওয়া হল। ফলে মিশনারিরা নবোদ্যমে পুস্তক প্রকাশ, নারীশিক্ষা বিস্তারে, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজ শুরু করলেন, মিশনারিরা বহু শিক্ষিত লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে লাগলেন। মিশনারিদের প্রতি কোম্পানির মনোভাব প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং মিশনারিরা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিলেন। এ সময় থেকেই কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারিরা অধিকতর উদ্যমে ধর্মপ্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারে অগ্রসর হয়েছিলেন।

(ii) সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে সরকারিভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এখানেই ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সরকারি অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

(iii) সনদ আইনের 43নং ধারায় ভারতের জনশিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে সনদ আইনে এমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল যে, তা প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরে তা নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষা, মাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে তিক্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।

Scanned with CamScanner

(iv) 1813 খ্রিস্টাব্দে যে সনদ আইন প্রবর্তিত হয় তাতে আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ, তৎকালীন ভারত শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।

(v) সনদ আইনে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পথকে অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল অর্থাৎ, পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চার্টার আইনের তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(vi) 1813 খ্রিস্টাব্দের আইনে যেমন পরোক্ষভাবে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তেমনই আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আজও সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি চলছে।

(vii) সনদ আইনকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারম্ভ বলে ধরা হয়ে থাকে। কারণ এই সনদের দ্বারা গ্রান্ট ও উইলবারফোর্সের আন্দোলনের সমাপ্তি হয়, ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষাদান কোম্পানির অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ধার্য হয়, বছরে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক হয়।

(viii) সনদ আইনে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বীজ বপন করা হয়। এখনও স্বাধীন ভারতে তার রেশ অব্যাহত রয়েছে, বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীন ভারতের জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃত।

সনদ আইনের ত্রুটি (Limitation of charter Act)

সনদ আইনে শিক্ষাধারার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি থাকায় পরবর্তীকালে শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই ত্রুটিগুলি হল—

প্রথমত: সনদ আইনে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বলতে পাশ্চাত্য অথবা ভারতীয় কোন্ সাহিত্যকে বোঝায়, তা সুস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত: সনদ আইনে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অথবা প্রাচ্য বিজ্ঞান কোন্‌টি, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

তৃতীয়ত: ভারতীয় শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি না-দেশীয় কোন্ ভাষা হবে, সে বিষয়ে সনদ আইনে সুস্পষ্ট ভাবে কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কিন্তু কম নয়। এককথায় বলা যায় যে, 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন ছিল আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর। কারণ এই আইনের স্পষ্টতার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সহজসাধ্য হল। তা ছাড়া এই

Scanned with CamScanner

উডের ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch 1854)

ভূমিকা (Introduction)

1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের পর থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়, যেমন—শিক্ষার লক্ষ্য, গতি-প্রকৃতি, পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে নানা সমস্যা ও মতবাদ যেমন চলেছিল, তেমনই এই নিয়ে পরীক্ষ নিরীক্ষাও চলছিল। এই ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর বাদে শিক্ষার বিভিন্ন শিক্ষানীতির মূল্য ও কার্যকারিতা বিচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তারপর 1835 খ্রিস্টাব্দে নতুন করে কোম্পানির সনদ নেওয়ার সময় আসে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন শিক্ষানীতির পরিবর্তে একইরকম শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে 1835 খ্রিস্টাব্দে সনদ নবীকরণের সময় কোম্পানি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। এরই ফলস্বরূপ 1854 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিখ্যাত শিক্ষানির্দেশ প্রকাশিত হয়। কোম্পানির নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি উড সাহেবের নামানুসারে এই ঐতিহাসিক দলিলটি 'উডের ডেসপ্যাচ' (wood's Despatch) নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে একে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগনির্দেশক চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে শিক্ষা-সংক্রান্ত যত ডেসপ্যাচ এতদিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়, সবকিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু-না-কিছু প্রভাব রয়েছে। বিগত একশো বছরের বেশি সময় ধরে এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছে, তার ভিত্তি রচনা করেছিল এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দলিলখানি। এই মূল্যবান সুদীর্ঘ দলিলটিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

উডের ডেসপ্যাচের উদ্দেশ্য (Objectives of wood's Despatch)

এই ঐতিহাসিক দলিলে যে-সমস্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা হয়েছিল সেগুলি হল—

(i) ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারিত করা।

Scanned with CamScanner

(ii) এই শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের বুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি হবে।
(iii) এই পাশ্চাত্য জ্ঞান হবে ভারতবাসীর পক্ষে নৈতিক ও জাগতিক আশীর্বাদস্বরূপ।
(iv) এই শিক্ষা এক বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষ সরকারি কর্মচারী তৈরি করবে।
(v) পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয়রা শ্রম এবং পুঁজি বিনিয়োগের ফলাফল বুঝবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুফল অনুধাবন করতে সমর্থ হবে।
(vi) ইংল্যান্ডের শিল্পবাণিজ্যে কাঁচামালের সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও ভারতের বাজারে ইংল্যান্ডের উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বুকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই উডের ডেসপ্যাচে এই ধরনের শিক্ষাপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রচিত হয়েছিল।

উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশসমূহ (Recommendation of wood's Despatch)

এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল উডের ডেসপ্যাচে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করা হয়েছিল। এই সুপারিশগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(i) **শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject Matter of Education):** এই শিক্ষা-নির্দেশে শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি কলাবিদ্যা এবং আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তিশিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

(ii) **শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Education):** উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে সেখানে বলা হয়েছিল, ভারতবর্ষে সুষম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করতে হলে ইংরেজি ভাষা ও ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। উডের ডেসপ্যাচে ভারতীয় ভাষার দাবিকে স্পষ্টই মেনে নেওয়া হয়েছিল। এইজন্য মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

(iii) **শিক্ষাবিভাগ ও জনশিক্ষা অধিকর্তা (Department of Education and DPI):** উডের ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত নতুন পরিকল্পনাটি প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল যে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব — এই পাঁচটি স্থানে একটি করে পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করা হবে এবং এই বিভাগের প্রধান হবে 'জনশিক্ষা আধিকারিক' (Director of Public Instruction) সংক্ষেপে DPI । তাঁর অধীনে থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক। পরিদর্শকগণ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে শিক্ষক ও পরিচালকবর্গকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ দান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

Scanned with CamScanner

(iv) **প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education):** উডের ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের পদক্ষেপ। মেকলের নির্দেশিত 'চুঁইয়ে পড়া নীতি' বাতিল করে এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারিভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রথামিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য জীবন-উপযোগী এবং প্রয়োগোপযোগী শিক্ষাদান করার সুপারিশ করা হয়।

(v) **বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (Establishment of University):** এই ডেসপ্যাচে ভারতবাসীর পক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং লাভজনক সুপারিশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ। সর্বপ্রথম কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে মোট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ উড সাহেব করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব একজন চান্সেলর, একজন ভাইস চান্সেলর এবং কতিপয় সরকার মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত সিনেটের ওপর ন্যস্ত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক স্তরে (Honours Course) পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হবে। আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত করার কথাও বলা হয়। যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করার কথাও বলা হয়। শিক্ষাস্তরের উপযোগী বিভিন্ন পাঠ্যক্রম রচনা, পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা ইত্যাদি প্রদানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার কথা বলা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা, পরীক্ষার ব্যবস্থাদি করা ও সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই রাখার সুপারিশ করা হয়।

(vi) **অনুদান ব্যবস্থা (Grant-in-Aid System):** ভারতবর্ষের জনশিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য উড সাহেব অনুদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন। এক্ষেত্রে তিনি কিছু শর্তের কথা বলেন, যেমন—

(a) বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাবিভাগের মাধ্যমে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে।

(b) যে সকল বেসরকারি বিদ্যালয় সরকারি অনুদান চাইবে তাদের বিদ্যালয় পরিচালন, ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি শর্ত পালন করতে হবে।

(c) বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে আংশিকভাবে কিছু আর্থিক অনুদান দিয়ে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

(vii) **শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher Education):** উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়—

(a) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য পৃথক শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

(b) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের (Student and teachers) বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(c) শিক্ষকতাকে অন্যান্য চাকুরির মতো আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

(viii) **নারীশিক্ষা (Women Education):** নারীশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে উডের ডেসপ্যাচে যেসব সুপারিশ করা হয়, সেগুলি হল—

(a) বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(b) বালক ও বালিকার শিক্ষার পাঠ্যসূচি পৃথক হবে।

(c) অনুদান ব্যবস্থা বা Grant-in-aid প্রথার সাহায্যে নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

(ix) **বৃত্তিশিক্ষা (Vocational Education):** বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলি হল—

(a) ভারতীয়দের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে।

(b) বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়।

(c) আইন চিকিৎসা, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বলা হয়।

(x) **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education):** উডের ডেসপ্যাচে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে বলা হয় যে, ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ভারতের মতো বহু ধর্মের দেশে কোনো বিশেষ ধর্মের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারি সাহায্য দান নীতিতেও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে লৌকিক শিক্ষার উৎকর্ষ বিচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। সরকারি বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। কিন্তু বেসরকারি বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধর্মীয় শিক্ষা দিলেও তা আসলে মানা হবে না।

উডের ডেসপ্যাচের গুরুত্ব ও অবদান (Importance and Contributions of wood's Despatch)

সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে উড সাহেবের ডেসপ্যাচের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এই ডেসপ্যাচের যে গুরুত্ব ও অবদান রয়েছে সেগুলি হল—

(i) এই ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সরকারি দায়িত্ব স্বীকৃত না-হলেও সরকারি কর্তব্য স্বীকৃত হয়েছিল।

(ii) প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।

(iii) এই ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম গণশিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

(iv) বহুধর্ম প্রচলিত ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছিল।

(v) ভারতে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণকারী এবং উপাধি দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন উডের ডেসপ্যাচের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

(vi) এই ডেসপ্যাচের নির্দেশের ফলে বৃত্তিশিক্ষা, নারীশিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

(vii) সরকারি সাহায্য নীতির ফলে বেসরকারি দেশীয় উদ্যোগের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

(viii) বৃত্তিদান পরিকল্পনার মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের নিকট উচ্চশিক্ষার দ্বার কিঞ্চিত উন্মুক্ত করা হয়েছিল।

(ix) মেকলে সাহেবের 'চুঁইয়ে পড়া নীতিকে' নিন্দা করে ভারতবর্ষে গণশিক্ষার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল।

(x) সর্বোপরি, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বে একটি ব্যাপক শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

উডের ডেসপ্যাচের ত্রুটি (Limitation of wood's Despatch)

উডের ডেসপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও এর কিছু ত্রুটি বর্তমান। সেগুলি হল—

(i) এই ডেসপ্যাচে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়নি।

(ii) জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে কোনো সুপারিশ করা হয়নি।

(iii) মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতেই হবে এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

(iv) এই ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষাগত স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি।

(v) দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও সম্ভাবনার মূল্যায়নের কোনো প্রচেষ্টা এখানে করা হয়নি।

(vi) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার বাহনে পরিণত করা হয়নি।

(vii) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ডেসপ্যাচ রচয়িতা জাতীয় শিক্ষা ও সংহতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় চিন্তাধারা ও অগ্রগতির ধারক ও বাহক হতে পারেনি।

(viii) ভারতে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত ভিতের ওপর স্থাপন করতে ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই ইংরেজ সরকার এদেশের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। কোম্পানির স্বার্থে এদেশের কিছু লোককে যাতে শিক্ষিত করে তোলা যায়, সেভাবেই উডের ডেসপ্যাচে ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়েছিল।

(ix) ইংরেজ সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন এক সরকারি ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত করেছিল যে, এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(x) একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ভবিষ্যৎ কার্যধারার ওপর প্রভাব (Influence upon later development)

(i) উডের ডেসপ্যাচ ভারতে প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়ী ইংরেজ শাসনের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

(ii) মাতৃশিক্ষার দাবি কিছুটা স্বীকৃত হলেও ইংরেজি আধিপত্য সমগ্র শিক্ষাজগতে পরিলক্ষিত হয়।

(iii) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈত কর্তৃত্ব পরিবর্তিত রূপে আজও চলছে।

(iv) পুথিগত সাধারণ শিক্ষার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হওয়ায় জাতির মেধা নষ্ট হয় এবং কেরানি বৃত্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(v) বেসরকারি প্রচেষ্টা ও ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভরতার ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার অভিভাবক তথা দেশবাসীকে বহন করতে হয়েছিল।

(vi) অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি অংশীদারত্ব ও নিয়ন্ত্রণের যে-প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল, তার জের আজও চলছে।

(vii) ইংরেজি ভাষা প্রশাসন ও আদালতের ভাষারূপে গৃহীত হয়। এর বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের যুগে প্রতিবাদ উঠেছিল। স্বাধীন ভারতেও ভাষা আন্দোলন চলে আসছে।

(viii) ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি ছিল মূলত জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন, জাতির ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে।

উডের ডেসপ্যাচের মূল্যায়ন (Evaluation of wood's Despatch)

উডের ডেসপ্যাচ ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ডেসপ্যাচেই আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্নাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত রূপ প্রকাশ পায়। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাতে ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলি কিছু কিছু এখনও কার্যকরী আছে। ড. রাধাকৃষ্ণানের ন্যায় ব্যক্তিও উডের ডেসপ্যাচের প্রশংসা করে বলেছেন "It set forth a scheme of education far wider and more comprehenshive than any one which had been suggested so far."

ঐতিহাসিক জেমস এই ডেসপ্যাচকে ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র রচনায় 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"It was the Magna Carta of English Education in India." কিন্তু এই ডেসপ্যাচ এত প্রশংসা দাবি করতে পারে না। ম্যাগনা কার্টা অধিকারের দলিল। ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রচনায় ম্যাগনা কার্টার এক বিশিষ্ট অবদান আছে। কিন্তু উডের ডেসপ্যাচ ভারতীয়দের শিক্ষার অধিকারের

Scanned with CamScanner

দলিল নয়। ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রশাসনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রবর্তনের কোনো সুপারিশ ডেসপ্যাচে করা হয়নি। ডেসপ্যাচে যে প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে সেটা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা, মোটেই গণতন্ত্রসম্মত নয়।

হান্টার কমিশন/ভারতীয় শিক্ষা কমিশন–1882 (Hunter Commission/Indian Education Commission–1882)

ভূমিকা (Introduction)

1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন এবং 1854 খ্রিস্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। সরকারি অনুদান ব্যবস্থা চালু হল। ডাক্তারি, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষাও প্রসারিত হল। নারীশিক্ষা গুরুত্ব লাভ করল। শিক্ষক-শিক্ষণ চালু হল, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয়নি। ভারতীয় শিক্ষার সমস্যার তেমন কোনো সুরাহা হয়নি। সরকারি অনুদানের বেশিরভাগ আদায় করল মিশনারি সম্প্রদায়। ব্যাবহারিক শিক্ষা ও বাণিজ্যিক শিক্ষা ব্রিটিশদের শিল্প-বাণিজ্যের কর্মচারী তৈরির উপযোগী করে প্রবর্তিত হল। উডের ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হলেও পঁচিশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও সরকারি উপেক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তুললেন। মিশনারিরা আশা করেছিলেন উডের ডেসপ্যাচ কার্যকরী হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে আর কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের মিশনারি বিদ্বেষ, Grant-in-aid-এর কঠোর নিয়মাবলি, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও স্কুল অনুমোদন সম্পর্কিত যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মিশনারিদের বিক্ষোভ দেখা দিল। এদেশের কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা না-দেখে মিশনারি সম্প্রদায় ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করলেন এবং এসব ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধানের দাবি করলেন। এদিকে সরকারি নীতির সঙ্গে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও মিশনারি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে।

এইসব জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপন 1882 খ্রিস্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি WW Hunter সাহেবের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যা ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে হান্টার কমিশন (Hunter Commission) নামে পরিচিত। এটিই হল ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন (First Indian Education Commission) এই কমিশনটি গঠিত হয় 20 জন সদস্যকে নিয়ে। এই কমিশনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা হলেন আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জাস্টিস কাশীনাথ তেলাং, সৈয়দ মামুদ প্রমুখ।

Scanned with CamScanner

হান্টার কমিশনের উদ্দেশ্য (Objectives of Hunter Commission)

যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হান্টার কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেগুলি হল—

(i) শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি, মিশনারি ও ভারতীয় প্রয়াসের গুরুত্ব নির্ণয় করা।

(ii) প্রাথমিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা, অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করা।

(iii) মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ সুপারিশ করা।

(iv) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা।

(v) 1854 সালের উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি কার্যকর হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

(vi) জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান কী হবে তা নির্দিষ্ট করা।

(vii) বেসরকারি প্রচেষ্টার প্রতি সরকারি নীতি কী হবে তা স্থির করা।

হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ (Recommendations of Hunter commission)

কমিশনের সভ্যগণ আট মাস কাল দেশব্যাপী সফর করে শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। 1883 খ্রিস্টাব্দে কমিশন 222টি প্রস্তাব-সহ 600 পৃষ্ঠার সুবৃহৎ রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ভারতের অতীতের শিক্ষা ব্যবস্থা, কোম্পানি ও ইংরেজ শাসনে শিক্ষার অগ্রগতি ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নে হান্টার কমিশন যে সমস্ত সুপারিশগুলি করেছেন, সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

A. প্রাথমিক শিক্ষা ও হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ (Primary Education and Recommendations of Hunter Commission): কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার সংগঠনগত দিক, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে মোট 36টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি হল—

(i) প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠনগত দিক (Organization of Primary Education): এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

(a) ভারতীয়গণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারি স্বীকৃতি দান করতে হবে এবং সেই বিদ্যালয়গুলিও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত হবে।

(b) সরকারি অনুদান গ্রহণ করলে এসব স্কুলগুলিকে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে ছাত্র ভরতি করতে হবে অর্থাৎ সকলের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে।

(c) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নত অঞ্চল ও জনসমষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(d) ভারতীয়দের মধ্য থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

(ii) **শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Eduction):** হান্টার কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক বা মাতৃভাষার কথা সুপারিশ করা হয়।

(iii) **পাঠ্যক্রম (Curriculum):**

(a) পাঠ্যক্রম যথাসম্ভব সহজ ও স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করতে হবে।

(b) জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত বিষয়ই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(c) কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে দেশীয় গণিত, হিসাব-নিকাশ, জমিজরিপ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, সাধারণজ্ঞান, এবং কৃষিবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও শিল্পকলায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে।

(iv) **শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher Education):** প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষণের উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অন্তত একটি করে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে কমিশন সুপারিশ করে।

(v) **পরীক্ষা ব্যবস্থা (Examination System):** কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, পরিদর্শকগণ দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে নিজেরাই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

(vi) **প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Administrative System):** প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন কতকগুলি মৌলিক সুপারিশ করে। এগুলি হল—

(a) প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে (জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড) ন্যস্ত থাকবে।

(b) স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজ নিজ এলাকার জন্য একটি শিক্ষা বোর্ড (Education Board) গঠন করবে।

(c) শিক্ষা বোর্ডগুলি নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজন বিবেচনা করে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করবে।

(d) শিক্ষা পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

(vii) **আর্থিক ব্যবস্থা (Financial System):** প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করে। যেমন—

(a) শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারও অধিকতর পরিমাণে দাবি থাকবে।

(b) প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ তহবিল সংরক্ষণের পরামর্শ দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

(c) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সংকোচনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার প্রাদেশিক সরকারকে বহন করতে হবে।

(d) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ কিছু সংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা রেখে বাকিদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

(e) প্রাদেশিক রাজস্ব থেকেও একটি অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

(f) বিদ্যালয় পরিদর্শনের ও নর্মাল স্কুল পরিচালনার ব্যয় প্রাদেশিক সরকার বহন করবে।

(viii) **অন্যান্য সুপারিশসমূহ (Other Recommendations):** হান্টার কমিশন উপরোক্ত সুপারিশগুলি ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আরও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে, যেগুলি হল—

(a) দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের ব্যায়াম, স্কুল ড্রিল ও দেশীয় খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

(b) স্কুল বসার ও ছুটির কোনো সাধারণ নিয়ম থাকবে না। এগুলি স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করতে হবে।

(c) বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা ও শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ দৃষ্টি রাখবেন।

(d) জনগণ যাতে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত হয়, সেইজন্য সরকারি নিম্নতর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিরক্ষর অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

B. মাধ্যমিক শিক্ষা ও হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ (Secondary Education and Recommendations of Hunter Commission): মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি হল—

(i) মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকার সক্রিয় ভূমিকা নেবে না। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হবে।

(ii) সরকারের অনুদানের সাহায্যে বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সংকট মোচন করা হবে।

(iii) বেসরকারি প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ গড়ে উঠবে।

(iv) বেসরকারি বিদ্যালয়ে অনুদানের সাহায্যে ঘাটতি পূরণ করা হবে।

(v) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় পরিচালক সভাকে নিজ নিজ স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

(vi) স্থায়িত্বের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে বেসরকারি পরিচালনায় স্কুলগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে।

(vii) পশ্চাদপদ ও দরিদ্র অঞ্চলে স্কুলগুলিকে বিভাগীয় পরিচালনাধীনেই রাখা হবে।

Scanned with CamScanner

পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ (Recommendation regarding the Curriculum): মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল নিতান্ত পুথিগত শিক্ষা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ছিল একমুখী। কিছু কিছু সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, কিছু বিজ্ঞান ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম। এই পাঠ্যসূচিতে পাস করে সাধারণ ছাত্ররা ডিগ্রি কলেজে ভরতি হতে পারত। এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই শিক্ষায় ব্যাবহারিক বিদ্যার কোনো স্থান ছিল না।

হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাবহারিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে দুটি কোর্সে ভাগ করার সুপারিশ করে। এই দুটি কোর্স হল—

(i) **'এ' কোর্স ('A' Course):** এটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা-সংক্রান্ত কোর্স। এই কোর্সটি ছিল পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী।

(ii) **'বি' কোর্স ('B' Course):** এই কোর্সটি ছিল তরুণদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ও কারিগরিবিদ্যা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ব্যাবহারিক শিক্ষার কোর্স।

অবশেষে স্থির করা হয় যে, শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভের পর নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী 'এ' অথবা 'বি' কোর্স বেছে নেবে। কমিশন আশা করেছিল ছাত্ররা কলেজে পুথিগত শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিশিক্ষাকে বেশি পছন্দ করবে। কিন্তু দেখা গেল 'B' কোর্সের ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে কোনো দিনই বেশি ছাত্র জুটল না। কারণ জনগণের মতে 'এ' কোর্সের শিক্ষা 'বি' কোর্সের তুলনায় বেশি উন্নত এবং সম্মানজনক। ফলে কমিশন বলল, যে ব্যাবহারিক শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক শিক্ষার এখন আবশ্যিকতা নেই। তবে বর্তমানে মধ্যশিক্ষায় মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশক্রমে বহুমুখী পাঠ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা হান্টার কমিশনের 'এ' কোর্স ও 'বি' কোর্সের ধারণার অনুরূপ।

C. নারীশিক্ষা ও হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ (Women Education and Recomendations of Hunter Commission): নারীশিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি হল—

(i) নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারকে অধিক পরিমাণে অর্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

(ii) বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষণ কার্যে সহায়তা করার জন্য অধিক পরিমাণে নারীশিক্ষিকা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নারীশিক্ষিকাদের জন্য পৃথকভাবে 'নর্মাল ট্রেনিং স্কুল' স্থাপন করতে হবে।

(iii) নর্মাল ট্রেনিংগুলিতে ট্রেনিং গ্রহণকারীদের বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) বালিকাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।

(v) নারী বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য কিছু নারী পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে।

(vi) নারীদের জন্য কিছু নাইট স্কুল (Night School) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

(vii) শিক্ষিকাদের গ্রামাঞ্চলে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

Scanned with CamScanner

(viii) অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালিকাদের জন্য সেইসব অঞ্চলেও কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার সুপারিশ করা হয়।

D. উচ্চশিক্ষা ও হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ (Higher Education and Recomendations of Hunter Commission): কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়টি হান্টার কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না। তবুও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ এই কমিশন করেছে, যেগুলি নিম্নরূপ:

(i) কলেজীয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে হবে।

(ii) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উদারভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

(iii) কলেজগুলিতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক, পরিচালনার ব্যয়, কলেজ শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার, ছাত্র সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিচার করা হবে।

(iv) নির্দিষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে।

(v) দেশের উচ্চশিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ ছিল।

সমালোচনা (Criticisms)

হান্টার কমিশন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলেও এই কমিশন বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে, যেমন—

(i) প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক বলে সুপারিশ করা হয়নি।

(ii) দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, প্রাদেশিক সরকার সেই অর্থ কোথা থেকে তুলবে —সে সম্পর্কে কমিশন নীরব ছিল।

(iii) কমিশন মাধ্যমিক স্তরে যে দ্বিমুখী শিক্ষার কথা বলেছিল, তা বাস্তবে তেমনভাবে কার্যকরী হয়নি।

(iv) মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কীয় এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার ফলে কমিশন প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

(v) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করার যে সুপারিশ কমিশন করেছিল, তা আলোচনার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

(vi) কমিশন পরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষার আর-একটি বড়ো দিক ছিল সরকার ও সাধারণের সহযোগিতা। এ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণের প্রচেষ্টা বাড়লেও বিদেশি সরকারের সহযোগিতার ভাব জেগে ওঠেনি।

সর্বোপরি হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কমিশন উড ও স্ট্যানলির শিক্ষানীতিকেই সমর্থন করেছে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance)

হান্টার কমিশন হল ভারতের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা কমিশন যা ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নে বিস্তারিত ও গঠনমূলক বিভিন্ন সুপারিশ করে। এই কমিশনের সুপারিশের পরবর্তীকালে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভরতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 1982 খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল 22 মিলিয়ন যেটা 1901 খ্রিস্টাব্দে 32 মিলিয়নে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে ও উচ্চশিক্ষার স্তরেও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই কমিশনের বেশিরভাগ সুপারিশ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 1882 খ্রিস্টাব্দে **পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হয়। মিশনারিরা স্থান নির্দেশ করে যে মন্তব্য কমিশনের রিপোর্টে করা হয়, নীতির দিক থেকে সমস্ত রিপোর্টে এই সিদ্ধান্ত ছিল বিশেষ মূল্যবান। জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে— এই স্বীকৃতির মধ্যে কমিশন দেশীয় শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছিল।

Scanned with CamScanner

Acknowledgement

I do hereby acknowledge that, the above mentioned study material is a part of the chapters, 'Engrage Amole Bharatbarser Sikshabyabastha (1800-1853)' and 'Engrage Amole Bharatbarser Sikshabyabastha(1854-1946)' of the book 'Bharater Sikshar Itihas'. The concerned book is authored by Dr. Dibyandu Bhattacharya and the above said portions I have used for the sake of the students academic purpose.

Biswajita Mohanty
Assistant Professor
Department of Education
Dinabandhu Mahavidyalaya

Scanned with CamScanner